যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৫ (পৃঃ ১৩)

ধান চাষে কৃষকদের সহযোগিতায় 'ব্রি'র হেল্পলাইন

যুগান্তর প্রতিবেদন

ধান উৎপাদনে সার, আগাছা নিধন, রোগবালাই, পোকাদমন, সেচসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাক্ষণিক পরামর্শ দিতে হেল্পলাইন (০৯৬৪৪৩০০৩০০) চালু করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা (ব্রি)। দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে কৃষক ২৪ ঘন্টা হেল্পলাইনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারবেন। বুধবার ব্রি'র গাজীপুরস্থ নিজস্ব কার্যালয়ে 'আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক কৃষি পরামর্শ প্রচারে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই হেল্পলাইন উদ্বোধন করেন ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান।

এ সময় ব্রি'র পরিচালক ও এগ্রোমেট ল্যাবের প্রধান ড. মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এগ্রোমেট ল্যাবের কো-অর্ডিনেটর ড. এ বি এম জাহিদ হোসেন। এছাড়া উধ্বর্তন যোগাযোগ কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমিনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন এগ্রোমেট ল্যাবের সদস্য ও কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের পিএসও নিয়াজ মোহাম্মদ ফারহাত রহমান।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date: 26-06-2025 (Page: B1)

BRRI launches helpline to support farmers in rice cultivation

Daily Sun Report, *Dhaka*

The Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) has launched a 24-hour helpline to provide advice on fertiliser use, weed control, pest and disease management, and irrigation in rice cultivation.

Farmers from any part of the country can call the helpline to receive expert advice on various issues.

The helpline was officially launched during a workshop titled "The Role of Print and Electronic Media in Disseminating Weather-Based Agricultural Advice." The event was held on Wednesday at BRRI's headquarters in Gazipur. BRRI Director General Dr Mohammad Khalequzzaman said adverse weather conditions are affecting rice production. "To address these challenges, the 24-hour helpline named Dhaner Helpline has been launched. Farmers can dial 09644300300 to get solutions to their problems," he said.

"BRRI has developed 121 rice varieties so far, including 8 hybrids. Bangladesh now ranks third globally in rice production. After independence, the BR-3 or Biplob variety truly revolutionized rice cultivation. In 1994, BRRI introduced BRRI Dhan-28 and 29, which gained popularity due to high yields," he said.

"Thirty-seven BRRI varieties perform well even in adverse conditions. Of the six most recent varieties, five are suitable for unfavorable environments. Typically, it takes 15-20 years to develop a new variety, but modern technology can reduce this to 4-5 years. Good management is essential for increasing rice yields," he said.

যায়যায়দিন

তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৫ (পৃঃ ১২,১১)

কৃষকের জন্য বৃ'র ধানের হেল্প লাইন চালু

■ বিশেষ প্রতিনিধি

ধান উৎপাদনে সার ব্যবস্থাপনা, আগাছা দমন, বালাই ব্যবস্থাপনা কিংবা সেচ সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ দিতে ২৪ ঘণ্টার কল সেন্টার সেবা 'ধানের হেল্প লাইন' চালু করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (বৃ)। এর ফলে দেশের যে কোনো প্রান্তের কৃষক ধান চাষের বিভিন্ন বিষয়ে সপ্তাহের যে কোনো দিন ২৪ ঘণ্টা হেল্প লাইনে ফোন করে বিনা মূল্যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারবেন।

বুধবার গাজীপুরে বৃ কার্যালয়ে 'আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভিত্তিক কৃষি পরামর্শ প্রচারে প্রন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই সেবা চালু করা হয়। বৃ'র পরিচালক গবেষণা ও বৃ এগ্রোমেট ল্যাবের চিফ ড. মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বৃ'র মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ● পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

কৃষকের জন্য বৃ'র ধানের হেল্প লাইন চালু

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করেন বৃ এগ্রোমেট ল্যাবের কো-অর্ডিনেটর (সমন্বয়ক) ড. এবিএম জাহিদ হোসেন। বৃ'র ঊর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমিনের উপস্থাপনায় কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের পিএসও এবং এগ্রোমেট ল্যাবের সদস্য নিয়াজ মো. ফারহাত রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বৃ'র মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, আবহাওয়ার বৈরী পরিস্থিতির কারণে প্রতিনিয়ত দেশের কৃষক ধান উৎপাদনে ক্ষতির মুখে পড়ছেন। এসব সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কে জানাতে 'ধানের হেল্প লাইন' নামে ২৪ ঘণ্টার কল সেন্টার (নাম্বার : ০৯৬৪৪৩০০৩০০) চালু করা হলো। এই নাম্বারে কল করে কৃষক তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান পাবেন এবং এই সেবা প্রদান করবেন সরাসরি বৃ'র এগ্রোমেট ল্যাবের বিজ্ঞানীরা। ফলে এসব তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ পেতে কৃষকদের আর বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না।

মহাপরিচালক বলেন, বৃ ১৯৭০ থেকে এখন পর্যন্ত ১২৯টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে, যার মধ্যে আটটি হাইব্রিড। বৃ উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কৃষকের দৌড়গোড়ায় পৌছানোর ফলেই বর্তমানে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়। এসব প্রযুক্তির প্রচারে দেশের প্রন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতার পর বিআর-৩ বা বিপ্লব ধানের জাতের মাধ্যমে ধান উৎপাদনে সত্যি সত্যি বিপ্লব সাধিত হয়। ১৯৯৪ সালে বৃ ২৮ ও ২৯ জাতের ধান উদ্ভাবন করে, যেটা ব্যাপক ফলনের কারণে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

তিনি আরো বলেন, বৃ'র ৩৭টি জাত রয়েছে, যেটা বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন বৈরী পরিবেশেও উচ্চ ফলনশীল। বৃ উদ্ভাবিত সর্বশেষ ছয়টি জাতের মধ্যে পাচটিই বৈরী পরিবেশ সহনশীল।

ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, ধান চাষ শুধু কৃষকের জীবন-জীবিকা নয়, এটি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি। কিন্তু কৃষকের সামনে চাষাবাদের প্রতিটি ধাপে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ আসে, যেমন- আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন, রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণ কিংবা সারের সঠিক প্রয়োগ- এসব সমাধানে সময়োপযোগী পরামর্শ জরুরি। বৃ'র ২৪ ঘণ্টা কল সেন্টার চালুর মাধ্যমে আমরা কৃষকের দোরগোড়ায় পরামর্শ পৌছে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি।

বৃ'র পরিচালক গবেষণা ড. মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ১৯৭১ সালে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ২০ শতাংশ, এখন সেটা ১০ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময় লোক সংখ্যা আড়াই গুণ বেড়েছে; কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে চার গুণ। দেশে এখনো ২৫ শতাংশ এলাকা পতিত পড়ে আছে, এসব জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ১৯৭১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রথমবার বৃ মাত্র ৩৭টি জাত উদ্ভাবন করে। কিন্তু ১৯৯১-২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ের দ্বিতীয় ফেজে ৮৪টি ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা জিংক, আয়রন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবনে মনোযোগ দিচ্ছি। এ ছাড়া আমাদের কাছে নয় হাজার ৬০০ দেশি ধানের জাত সংরক্ষিত আছে, যেটা গবেষণার রসদ হিসেবে আমরা কাজে লাগাচ্ছি। আমরা ভবিষ্যতে এপ ও এসএমএসের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে আবহাওয়া ভিত্তিক চাষাবাদ তথ্য পৌছে দিতে চাই।

বৃ এগ্রোমেট ল্যাবের সমন্বয়ক ড. এবিএম জাহিদ হোসেন প্রবন্ধে বলেন, ১৯৯১-২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশে শীতের তীব্রতা কমেছে। বিলম্বে আসছে বর্ষা। তাপমাত্রা বেড়েছে ১.৪৭ ডিগ্রি। বাংলাদেশে গত ৫৪ বছরে কৃষকের কোনো ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার তৈরি হয়নি, যার মাধ্যমে যে কোনো তথ্য দ্রুত সময় কৃষকের কাছে পৌছানো যায়। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ মোতাবেক স্মার্ট এগ্রো-এডভাইজরি ডেসিমিনেশন সিস্টেমের আওতায় দেশকে ছয় ভাগ করে ২৯ হাজার ৩৫৪ জন কৃষক, গণমাধ্যম এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের তথ্যভাণ্ডার তৈরি করেছে বৃ। এটিকে আমরা দেড় লাখে পরিণত করব। যাতে কৃষকদের কাছে সরাসরি তথ্য পৌছে দেয়া সম্ভব হবে।

প্রথম আলো

তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৫ (পৃঃ ০৭)

ধান চাষে প্রযুক্তির ছোঁয়া, চালু হলো কল সেন্টার

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

ধান চাষে কৃষকদের ২৪ ঘণ্টা তথ্য ও পরামর্শ দিতে চালু করা হয়েছে কল সেন্টার। কৃষকেরা এখন যেকোনো ধরনের সমস্যা, প্রশ্ন বা পরামর্শের জন্য সহজেই কল সেন্টারের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিক সহায়তা নিতে পারবেন।

গতকাল বুধবার গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যালয়ে 'আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক কৃষি পরামর্শ প্রচারে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় এই সেবা চালু করা হয়। ওই কর্মশালায় বক্তারা বলেন, ধান উৎপাদনে সার ব্যবস্থাপনা, আগাছা দমন, বালাই ব্যবস্থাপনা বা সেচসংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ দিতে ২৪ ঘণ্টার সার্বক্ষণিক কলসেন্টার সেবা চালু হয়েছে। দেশের যেকোনো প্রান্তের কৃষকেরা ধান চাষের নানা বিষয়ে সপ্তাহের যেকোনো দিন (০৯৬৪৪৩০০৩০০) নম্বরে কল করে ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইনে ফোন করে বিনা মূল্যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারবেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক গবেষণা ও ব্রি অ্যাগ্রোমেট ল্যাবের চিফ মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রির মহাপরিচালক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রি অ্যাগ্রোমেট ল্যাবের কো-অর্ডিনেটর (সমন্বয়ক) এ বি এম জাহিদ হোসেন। ব্রির ঊর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুল মোমিনের উপস্থাপনায় বক্তব্য দেন কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের পিএসও এবং অ্যাগ্রোমেট ল্যাবের সদস্য নিয়াজ মো. ফারহাত রহমান।

কালবেলা

বৃহস্পতিবার, ২৬ জুন ২০২৫, ১২ আষাঢ় ১৪৩২

গাজীপুরে কৃষি পরামর্শ প্রচার বিষয়ক কর্মশালা

কালবেলা প্রতিবেদক, *গাজীপুর*

গাজীপুরে আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক কৃষি পরামর্শ প্রচারে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। পরিচালক (গবেষণা) ও ল্যাবরেটরি চিফ ড. মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ল্যাবরেটরি কো-অর্ডিনেটর এ বি এম জাহিদ হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিয়াজ মো. ফারহাত প্রমুখ। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে ঋতু চক্র পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় দেরিতে বর্ষা ও শীত আসছে। এ ছাড়া বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ঝড় ফসল উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। এজন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী কৃষকদের প্রস্তুতি নিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সম্পাদক: সন্তোষ শর্মা
প্রকাশক: মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু
কালবেলা মিডিয়া লিমিটেডের একটি প্রকাশনা।
স্বত্ব © ২০২৫ কালবেলা মিডিয়া লিমিটেড